সমকাল

21 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে ৭ লাখ টন গম কিনবে সরকার

সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার সে দেশ থেকে বছরে সাত লাখ টন গম আমদানি করবে। এভাবে আগামী পাঁচ বছর গম আমদানি করতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে ঘোষিত পাল্টা শুল্কহার কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল রোববার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের উপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউএস হুইট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ কে সওয়ার এমওইউতে স্বাক্ষর করেন। খাদ্য সচিব মো. মাসুদুল হাসান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান এবং খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর প্রতিযোগিতামূলক দামে বছরে সাত লাখ টন উচ্চমানের গম আমদানি করা হবে। খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আস্থা এবং পারস্পরিক বাণিজ্য সহযোগিতার আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং উভয় দেশের জনগণ উপকৃত হবে।

জানা গেছে, সরকার অন্যান্য দেশ থেকে যে দামে গম আমদানি করে, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনতে প্রতি টনে ২৫ থেকে ৩০ মার্কিন ডলার বাড়তি খরচ করতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে রাশিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়াসহ কয়েকটি দেশ থেকে গম আমদানি করে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক হিসেবে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। বাংলাদেশ এই শুল্কহার কমিয়ে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করছে। বিভিন্ন খাতে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হম আমদানির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পাল্টা শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ

> চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানপত্র পাঠাবে বাংলাদেশ, বৈঠকের তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি
>
> **মাহবুবুর রহমান,** বাণিজ্য সচিব

অবস্থানপত্র তৈরিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে

পাল্টা শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় ও শেষ দফার আলোচনার জন্য অবস্থানপত্র চূড়ান্ত করতে গতকাল আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের আয়োজন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার আইসিটি ও টেলিযোগাযোগ-বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ছাড়াও অর্থ, খাদ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, তথ্য, আইসিটি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারও বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠক শেষে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের মূল অবস্থান ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে। কিছু বিষয় 'কান্ট্রি স্পেসিফিক'। যেমন– বাংলাদেশের জন্য কিছু বিষয় আছে যা চীন, জাপান বা ভিয়েতনামের জন্য নয়। সবকিছু মিলিয়ে চলতি সপ্তাহের বাংলাদেশের অবস্থানপত্র যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে। তবে তৃতীয় দফার বৈঠকের সময় এখনও জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র।

ব্যবসায়ীরা পাল্টা শুল্ক নিয়ে দরকষাকষি নিয়ে সরকারের দুর্বলতার কথা বলছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বাণিজ্য সচিব বলেন, এর আগে পাল্টা শুল্ক আরোপের এমন ইতিহাস নেই। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আগে কখনও এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েনি। ফলে এটি যে বিশেষ একটা অবস্থা, তা বুঝতে হবে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বাণিজ্যসংক্রান্ত ছাড় দেওয়ার সব মানসিকতা রয়েছে বাংলাদেশের। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের প্রবেশাধিকার সহজ করা এবং শুল্ক ছাড় দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পুরোপুরি কমপ্লায়েন্স মেনে চলতেও রাজি বাংলাদেশ।

বণিক বার্তা

21 JUL 2025

মার্কিন শুল্কের প্রভাব

বিকল্প বাজারে অলিভ অয়েল রফতানিতে ঝুঁকছে ইউরোপ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয় পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। এর পর থেকেই বিকল্প বাজারে অলিভ অয়েল রফতানিতে ঝুঁকছে ইউরোপের দেশগুলো। বার্তা সংস্থা রয়টার্স সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

গ্রিসের কনস্তান্তিনোস পাপাদোপোলোস নামের এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৫ হাজার বোতল অলিভ অয়েল ব্রাজিলের ইতাপোয়া বন্দরে পৌঁছানোর কথা। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি বড় রফতানি চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলেও জানান তিনি। পাপাদোপোলোস বলেন, 'কোন নির্দিষ্ট বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। আমাদের সবসময় বিকল্প প্রস্তুতি রাখতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রে অলিভ অয়েল রফতানিতে বিশ্বের মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে গ্রিস। জলপাই চাষ দেশটির অন্যতম বৃহত্তম খাত। প্রতি বছর গ্রিস ৮-১০ হাজার টন অলিভ অয়েল যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ করে। যুক্তরাষ্ট্রে অলিভ অয়েল সরবরাহে অন্য শীর্ষ চার দেশ স্পেন, ইতালি ও পর্তুগালও একই পরিস্থিতিতে আছে বলে জানা গেছে।

২০২৪ সালে পাপাদোপোলোস পরিবারের কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫০ টন এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল রফতানি করেছে, যা কোম্পানিটির মোট রফতানির এক-তৃতীয়াংশ। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১০০ টন রফতানি হয়েছে।

পাপাদোপোলোস জানান, ট্রাম্পের শুল্ক বাস্তবায়ন হলে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি অন্তত ৪০ শতাংশ কমে যেতে পারে।

বিসিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

চীনের সিরামিক প্রযুক্তি বাংলাদেশে

অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি বড় রফতানি চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলেও জানান তিনি। পাপাদোপোলোস বলেন, 'কোন নির্দিষ্ট বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়।

১০০ টন রফতানি হয়েছে।

পাপাদোপোলোস জানান, ট্রাম্পের শুল্ক বাস্তবায়ন হলে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি অন্তত ৪০ শতাংশ কমে যেতে পারে।

বিসিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

চীনের সিরামিক প্রযুক্তি বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চীনের উন্নত সিরামিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের শিল্পে স্থানান্তর ও বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুনুর রশীদ। রাজধানীর একটি হোটেলে শনিবার এশিয়ান সিরামিকস টেকনোলজি ৫০ ফোরাম, ঢাকার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বন্ধুপ্রতিম চীন-বাংলাদেশের সিরামিক শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা এবং উন্নয়নে অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করা জরুরি। তাদের মতে, এশিয়ান সিরামিকস টেকনোলজি ৫০ ফোরামের বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে চীনের উন্নত সিরামিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের শিল্পে স্থানান্তর এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।

বিসিএমইএ ও ফোশান ইউনিসিরামিকস এক্সপোর উদ্যোগে যৌথভাবে আয়োজিত এ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন বিএসএমইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হাকিম সুমন, সাধারণ সম্পাদক ইরফান উদ্দীন, সিরামিক টাউন উইকলির প্রেসিডেন্ট ও ফোশান ইউনিসিরামিকস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির জিএম লি সিনলিয়াং এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ লুও ফেই।

প্রথম আলো

21 JUL 2025

শুল্কের প্রভাব পড়বে ১,৩২২ কারখানায়

প্রথম আলোর গোলটেবিল

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৩২২টি কারখানা পোশাক রপ্তানি করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর উচ্চ হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করলে বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৩২২টি পোশাক কারখানার ওপর প্রভাব পড়বে। এসব কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি করে, কেউ বেশি কেউ কম।

পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ এই হিসাব তৈরি করেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, তাদের সদস্যদের মধ্যে সচল পোশাক কারখানার সংখ্যা আড়াই হাজারের মতো। ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৫৩ শতাংশ কারখানা কমবেশি বিপাকে পড়বে। উল্লেখ্য, বিজিএমইএর সদস্যদের বাইরেও দেশে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা রয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল রোববার *প্রথম আলো* আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার যদি ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তা রপ্তানি খাতের জন্য ভালো হবে না।

প্রথম আলোর গোলটেবিল বৈঠকের শিরোনাম ছিল, 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক: কোন পথে বাংলাদেশ'। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও গবেষকেরা অংশ নেন।

- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গড়ে ১৫% শুল্ক দিয়ে পণ্য রপ্তানি করে আসছিল বাংলাদেশ।
- নতুন হার কার্যকর হলে তখন মোট শুল্ক দাঁড়াবে ৫০%।
- বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র।
- ব্যবসায়ীরা দর-কষাকষির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির হিস্যা

(বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানার হিসাব)

মোট রপ্তানির অংশ	কারখানার সংখ্যা
০-২০%	৮২২
২১-৪১%	১৭৬
৪১-৬০%	৮৭
৬১-৮০%	৯১
৮১-৯০%	৪৬
৯১-১০০%	১০০

সূত্র: বিজিএমইএ

১ হাজার ৩২২টি পোশাক কারখানার ওপর প্রভাব পড়বে। এসব কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি করে, কেউ বেশি কেউ কম।

পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ এই হিসাব তৈরি করেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, তাদের সদস্যদের মধ্যে সচল পোশাক কারখানার সংখ্যা আড়াই হাজারের মতো। ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৫৩ শতাংশ কারখানা কমবেশি বিপাকে পড়বে। উল্লেখ্য, বিজিএমইএর সদস্যদের বাইরেও দেশে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা রয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল রোববার *প্রথম আলো* আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার যদি ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তা রপ্তানি খাতের জন্য ভালো হবে না।

*প্রথম আলো*র গোলটেবিল বৈঠকের শিরোনাম ছিল, 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক: কোন পথে বাংলাদেশ'। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও গবেষকেরা অংশ নেন।

গোলটেবিল বৈঠকে কারখানার ওপর প্রভাব পড়ার হিসাবটি তুলে ধরেন মাহমুদ হাসান খান। তিনি জানান, বিজিএমইএর সদস্য ১০০টি কারখানা তাদের মোট রপ্তানির ৯১ থেকে ১০০ শতাংশ করে যুক্তরাষ্ট্রে। ৫০০টি কারখানা তাদের মোট রপ্তানির ২০ শতাংশের বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার ধরা হয়েছিল তৎকালীন হারের অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ। পাঁচ দিনের মাথায় ৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রকে দুটি চিঠি পাঠায় বাংলাদেশ।

ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য ৯ এপ্রিল ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক বজায় রেখে সব দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য স্থগিত করে। এই সময়সীমা শেষ হয় ৯ জুলাই। এর আগের দিন ৮ জুলাই ট্রাম্প নতুন করে ঘোষণা দিয়ে জানান, বাংলাদেশের জন্য পাল্টা শুল্কহার হবে ৩৫ শতাংশ, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। অর্থাৎ বাংলাদেশের হাতে এখন সময় আছে মাত্র ১০ দিন।

সরকার বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করছে। কিন্তু *প্রথম আলো*র গোলটেবিলে ব্যবসায়ীরা দর-কষাকষির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি কমে গেলে দেশে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে পণ্য রপ্তানি করে আসছিল বাংলাদেশ। নতুন হার কার্যকর হলে তখন মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে এই হার ২০ শতাংশ হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ভারতের ক্ষেত্রে হারটি অনেকটা কম হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যদিও ঘোষণা আসেনি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাবে, সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি। *প্রথম আলো*র অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভোক্তার খরচ করার প্রবণতা বাড়ছে, যা পণ্যের চাহিদা চাঙা রাখতে ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে ইউরোপের বাজারে চাহিদার গতি অনেকটা মন্থর। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বাদ দিয়ে অন্য বাজারে রপ্তানি বাড়ানো বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে।

অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান শরীফ জহির বলেন, পাল্টা শুল্ক না কমলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারনির্ভর পোশাক কারখানা ছয় মাসের বেশি টিকতে পারবে না। ফলে ১০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থানে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আছে।

বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম চীন, দ্বিতীয় ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের পরে রয়েছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে, বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির ১৭ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই বাজারে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। তবে দেশটির বাজারে বাংলাদেশে তৈরি জুতা ও সমজাতীয় পণ্য, ওষুধ ইত্যাদি রপ্তানি হয়।

*প্রথম আলো*র গোলটেবিলে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'মাঝে মাঝে আমি খুব ব্যথিত হই, যখন আমাদের বলা হয় নতুন বাজার খুঁজে বের করুন। কিন্তু আমরা কীভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভোক্তাপণ্যের বাজার ছেড়ে রাতারাতি নতুন বাজার পাব? এটা সম্ভব নয়।'

সবশেষ পারাস্থাত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির হিস্যা

(বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানার হিসাব)

মোট রপ্তানির অংশ	কারখানার সংখ্যা
০-২০%	৮২২
২১-৪১%	১৭৬
৪১-৬০%	৮৭
৬১-৮০%	৯১
৮১-৯০%	৪৬
৯১-১০০%	১০০

সূত্র: বিজিএমইএ

কালবেলা

21 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে ৭ লাখ টন গম কিনবে বাংলাদেশ

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় আগামী পাঁচ বছর প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে ৭ লাখ টন উচ্চমানের গম আমদানি করবে বাংলাদেশ। গতকাল রোববার খাদ্য মন্ত্রণালয়ে এ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশের পক্ষে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউএস হোয়েট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ কে সাওয়ার সমঝোতায় সই করেন।

খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে আস্থা এবং পারস্পরিক বাণিজ্য সহযোগিতার আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। খাদ্য সচিব মাসুদুল হাসানের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। এ সময় ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন, বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

The Business Standard

21 JUL 2025

US tariff: Dhaka open to trade concessions but set to reject non-trade conditions

Bangladesh plans to import US soybeans, oilseeds, pulses, sugar, barley

Agriculture ministry to import 7 lakh tonnes of US wheat yearly

Other imports may include Boeing aircraft, LNG, military gear

Local importers seek policy support against pricier US goods

TRADE – BANGLADESH

ABUL KASHEM

Govt ready to waive Tk648cr generated from US imports, official says

The government hopes to secure a significant reduction in the 35% US reciprocal tariff on Bangladeshi exports by offering duty-free access to American goods and ensuring broader trade-related facilities in line with Washington's demands, but will reject any non-trade conditions.

The decision came at an inter-ministerial meeting, lasting five and a half hours, held yesterday to coordinate efforts aimed at boosting imports from the US.

A commerce ministry official present at the meeting, on the condition of anonymity, said Vietnam's example was raised at the meeting, as it managed to cut its tariff rate from 46% to 20% by exporting $122 billion more to the US than it imported.

"Officials believe Bangladesh could pursue a similar reduction," he said.

The official added that the government currently collects around Tk648 crore in annual revenue from tariffs on US imports. "If the US agrees to lower the proposed reciprocal tariff, Bangladesh is ready to waive these duties entirely."

However, officials believe Bangladesh is not likely to get any concessions on the Rules of Origin requirement, which mandates 40% local value addition.

'They need time to prepare'

The meeting was attended by Commerce Adviser SK Bashir Uddin, National Security Adviser Khalilur Rahman, and Chief Adviser's Special Assistant Faiz Ahmad Taiyeb, among representatives from nearly a dozen ministries.

Following the meeting, I SEE PAGE 2 COL 1

The Financial Express

21 JUL 2025

Tariff threat may shut Bangladesh out of US drug market

MOHAMMAD MUFAZZAL

India has established itself as a major supplier of generic drugs to the US, reportedly accounting for around 40 per cent of the market

> *Indian drug makers benefit from substantial policy support*

Bangladesh is not alarmed by Trump's proposed 200 per cent tariff on imported drugs due to the country's relatively small volume of pharmaceutical exports to the United States, but industry insiders caution that the country could lose the US market altogether if the tariff comes into effect.

That means future potential for export expansion into one of the world's most profitable pharmaceutical destinations will be jeopardised too if such a high tariff is imposed.

In FY25, Bangladesh's pharmaceutical exports rose to $213.16 million from $205.48 million in FY24, according to the Export Promotion Bureau (EPB). Of this, exports to the US stood at roughly $20 million–less than 10 per cent of the total.

Chief Financial Officer (CFO) of Square Pharmaceuticals, Muhammad Zahangir Alam, noted that his company holds a 5 per cent share of this US-bound volume. He said the tariff, if imposed, would have a limited immediate impact due to the low current export figures. However, concerns remain that Bangladesh could miss out on long-term market potential.

Major Bangladeshi pharmaceutical exporters to the US are Beximco Pharmaceuticals, Square Pharmaceuticals, Incepta, Renata, and Eskayef. They either export as a contract manufacturer hired by US-based firms or through profit-sharing partnerships with the latter. In both models, profits earned are not very high, and so if a 200 per cent tariff is imposed, US companies will feel discouraged to work in collaboration with foreign companies facing high tariffs.

Neighbouring India is still in talks with the United States over a trade deal that could soften the impact of Trump's threatened tariffs on exported items from India.

While it will take some time to know the tariffs to be imposed on India, the US has already announced a 35 per cent tariff on Bangladeshi items, pharmaceuticals excluded, on top of the existing 16 per cent tariff.

The Bangladesh government has been striving to engage with the US government to bring down the tariff before the announced deadline – August 1 – so that garment exports to the US, which bring about $8 billion annually, remain unaffected. Pharmaceutical export is not on the agenda.

The 35 per cent tariff, if not reduced in the meantime, will be effective from August 1, while for drug exports, countries and relevant companies may get a one-year extension before the imposed tariff comes into effect.

Meanwhile, India has established itself as a major supplier of generic drugs to the US, reportedly accounting for around 40 per cent of the market. According to The Hindu, India's pharmaceutical exports reached $30 billion in FY25, driven by a 31 per cent year-on-year surge in March.

Indian drug makers benefit from substantial policy support, said Mr Zahangir Alam, CFO of Square Pharma.

They are allowed unrestricted capital transfers to open offices abroad and access to a $300 billion government fund that provides low-interest credit for export expansion. As a result, Indian companies have set up offices across the US, and the US FDA has established its largest overseas office in India.

Bangladeshi manufacturers, on the other hand, face regulatory hurdles. Capital transfers abroad require phase-by-phase approval, and no clear mechanism exists for equity investment overseas, said Mr Zahangir Alam.

Without offices or operational setups in key markets, Bangladeshi drug exporters must rely on intermediaries or partnership arrangements, which limit their profitability and market presence.

The company secretary of Renata, Md. Jubayer Alam, said the US drug market is highly competitive and subject to strict product approval processes, making entry difficult even without new tariffs.

Despite the challenges, some local drug makers have received US FDA (Food and Drug Administration) certification.

Bangladesh could earn handsome revenue from drug exports if a conducive environment could be created with policy support.

Mr Jubayer Alam said that if a medicine is produced at a cost of Tk 7 per piece, it is sold at $1 a piece in the US market, but Bangladeshi exporters do not get the cost advantage for exporting through agencies.

Amid the policy barriers for exports to the US, Bangladesh's drug makers have continued to explore markets in ASEAN, Asia, Latin America, and Sub-Saharan Africa, where demand is driven by lower prices and flexible payment terms.

Still, industry leaders agree that the US remains an attractive market due to its size and high drug prices.

"The tariff is a matter of headache for us too if we think about further expansion of our global footprint," said Mr Jubayer Alam.

mufazzal.fe@gmail.com